وعن ابى ذر انه قال و هو اخذ بباب الكعبة سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول الا ان مثل اهل بيتى فيكم مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك (رواه احمد)

বঙ্গানুবাদ ঃ

হযরত আবু জার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত- তিনি কাবা শরীফের দরজা আঁকড়িয়ে ধরে বলেন, আমি রাসুলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, সাবধান! আমার আহলে বাইত তোমাদের মাঝে নুহ আলাইহিস সালামের কিসতির (জাহাজ) ন্যায়। যে ব্যক্তি উক্ত কিস্‌তিতে আরোহণ করেছে- সে মুক্তি পেয়েছে। আর যে ব্যক্তি উক্ত কিস্‌তি হতে পেছনে পড়েছে- সে ধ্বংস হয়েছে। (রাওয়াহু আহমদ)

বিশ্লেষণ ঃ হুজুর কারীম রাউফুর রাহিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আহলে বাইত অর্থাৎ 'হযরত আলী, ফাতেমা, ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহুম)-কে হযরত নুহ আলাইহিস সালামের কিস্‌তির সাথে তুলনা করে প্রমাণ করছেন যে, নুহ আলাইহিস সালামের কিস্‌তিতে যারা আরোহন করেছিল তাঁরা যেমনি খোদায়ী গজব মহা প্লাবন থেকে প্রাণে রক্ষা পেয়েছিল- ঠিক তেমনিভাবে আমার আহলে বাইতকে যাঁরা মনে প্রাণে মহব্বত করবে- তারাও হাশরের ভয়াবহ অবস্থা ও দোজখের কঠিন আজাব থেকে মুক্তি পাবে। আর যারা আমার আহলে বাইতের বিরোধিতা করেছে এবং করবে, ইহকাল ও পরকালে তাদের ধ্বংস অনিবার্য।

মাসয়ালা ঃ উক্ত হাদীস দ্বারা প্রমানিত হচ্ছে, এজিদ ও তার বাহিনী এবং বর্তমানে যারা এজিদকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সমর্থন করছে, তারা বাতিল ফের্কা এবং জাহান্নামী।

মাসয়ালা ঃ হুজুর কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আহলে বাইতকে যেমনি কিস্‌তি বলেছেন, তেমনি সকল সাহাবায়ে কেরামকে তারকারাজীর সাথে তুলনা করেছেন। নাবিক সমুদ্রের অন্ধকারে কিস্‌তি বা জাহাজ চালাতে তারকারাজী দিয়ে দিক নির্ণয় করে থাকেন। সুতরাং আহলে বাইতকে যেমনি মনে প্রাণে মহব্বত করতে হবে, তেমনিভাবে অন্যান্য ছাহাবায়ে কেরামকেও সমালোচনার উর্ধ্বে রাখতে হবে।

মাসয়ালা ঃ শিয়া মতাবলম্বী দল বাতিল ফের্কা। কেননা, তারা আহলে বাইতের প্রতি অতিভক্তি দেখাতে গিয়ে অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম- বিশেষ করে হযরত আবু বকর, হযরত ওমর, ওসমান ও আমিরে মোয়াবিয়া রাদীয়াল্লাহু আনহুমগণের বিরোধিতা করে। এক্ষেত্রে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতই একমাত্র মুক্তিপ্রাপ্ত দল। কেননা, আমরা আহলে সুন্নাত যেমনিভাবে আহল বাইতকে মনে প্রাণে মহব্বত করি, তেমনিভাবে সকল সাহাবায়ে কেরামকেও সমালোচনার উর্ধ্বে মনে করি।